দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

তিন বছর পর পর পাঠক্রম সংস্কার ও সর্বস্তরে সেমিস্টার পদ্ধতি হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য সরকার তিন বছর পর পর পাঠক্রম সংস্কার করবে। এছাড়া শিক্ষার সব স্তরে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করে শিক্ষার্থীদের শ্রেণী কক্ষে পাঠদান ও পাঠ নেয়া নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের এক বছর ব্যাপী আলোচনা সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে। সোমবার রাজধানীর বিয়ামের মাল্টিপারপাস হলে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, বেসরকারী শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকার শিক্ষক নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছে। এছাড়া ছাত্র-শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আগে টেষ্ট পরীক্ষায় পাস করা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সর্বতোভাবে ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিক্ষা সচিব লইদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এবং প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা সভায় অংশ নেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এমএ বারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন ডি কস্তা, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের অধ্যক্ষ এম শরীফুল ইসলাম, মিরপুর বাঙলা কলেজের অধ্যক্ষা ফিরোজা বেগম, আইডিয়াল স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক ফয়েজুর রহমান, মনিপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সবনার আলী।

সভায় সব বক্তা ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরে অবিলম্বে এর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপের তাগিদ দেন। বক্তারা বলেন, ইংরেজীতে দুর্বলতা কাটাতে না পারলে জাতিকে শিক্ষিত করে কোন লাভ হবে না। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাধিক প্রধান অভিযোগ করেন ভর্তি মৌসুমে মন্ত্রীদের তদ্বিরের কারণে তাঁরা রীতিমতো হিমশিম খান। তাঁরা বলেন, যোগ্যতম শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য এই তদ্বির সবচেয়ে বড় বাধা।

জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে মন্ত্রীদের সুপারিশ নিয়ে কেউ ভর্তি হতে গেলে টিস্যু পেপারের মতো তা ফেলে দেয়ার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক জোরদার করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। বক্তাদের অনেকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন, বিশেষ করে গবর্নিং বডিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মনোনয়নের সমালোচনা করেন।